সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
বদরুল আলম নাবিল

প্রতিবেদক
আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। '৭১-এর নয় মাসে বাংলার অকুতোভয় বীর সেনারা জীবনবাজি রেখে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে। রণাঙ্গনের সেই বীরত্বগাথা চিরভাস্বর করে রাখতে ভাস্কর শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ নির্মাণ করেছেন অপরাজেয় বাংলা- দেশের গৌরবদীপ্ত বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে। তাঁর এই অনিন্দ্য সৃষ্টি আজকে দেশের সব আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে আজ অপরাজেয় বাংলার প্রতিচ্ছবি।

শিল্পী আবদুল্লাহ খালিদ ছাত্র-রাজনীতিতে ছিলেন সক্রিয়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি রেখেছেন সাহসী ভূমিকা। স্বাধীনতা যুদ্ধকে তিনি দেখেছেন শিল্পীর হৃদয় দিয়ে। যুদ্ধোত্তর নানা প্রতিকূলতার মাঝেও এ স্মৃতিকে শিল্পীর নান্দনিকতায় নিপুণ কারুকাজে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরাজেয় বাংলা হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের সকল শিল্পকর্মের পাথেয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ৩৪টি বছর কেটে গেছে। আজও আমরা মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তুলতে পারিনি। চলছে বিভেদ, অনৈক্য। জনগণ আজও মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, কালো টাকা, অসুস্থ রাজনীতি আর সন্ত্রাস বাংলাদেশের মানুষকে বারবার যেন পিছিয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরও জনগণকে মৌলিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য রাজপথে নামতে হচ্ছে। অপরাজেয় বাংলা হয়ে উঠছে এ সংগ্রামের কেন্দ্রভূমি। এ কারণে অপরাজেয় বাংলা আজ শুধু মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নয়, সকল সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার সুফল সুষম বন্টন করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে সবাইকে। আমাদের নতুনভাবে অপরাজেয় বাংলার চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে। স্বাধীনতা দিবসে এই হোক দৃপ্ত শপথ।

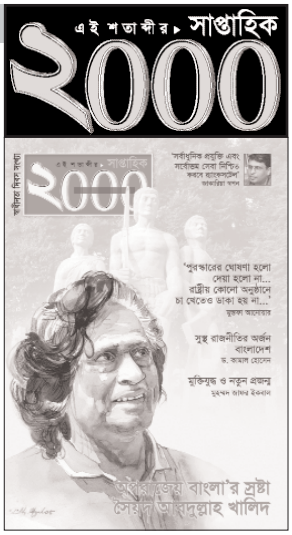

7 el 44 msL¨v 25 gvP 2005

c”Q` cwZKwZ : †kL AvdRvj